Published News of National Seminar, 2018 on Biodiversity Conservation for Regional Planning and Sustainable Development by the Geography Department

উদ্বোধনে জেলাশাসক

৫০ গবেষণাপত্র নিয়ে জীব সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা ঝাড়গ্রামে

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: জীব বৈচিত্র এবং সংরক্ষণের উপর একটি জাতীয় স্তরের সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রবিবার জামবনি ব্লকের চিঙ্কিগড়ের কনক দুর্গা মন্দির চত্বরে এই সেমিনারটি হয়। জামবনি ব্লকের কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সংস্থার সহযোগিতায় জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ এই বিষয়ে জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা হয়। প্রথম দিনের পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আর অর্জুন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকর্তা লক্ষীনারায়ণ শতপথি, জামবনি ব্লকের বিডিও মহম্মদ আলিম আনসারি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান আশিস কুমার পাল, বোটানির অধ্যাপক রামকুমার ভকৎ, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান, আয়োজক কমিটির সম্পাদক প্রণব সাহু প্রমুখ। এদিন জাতীয় এই পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এই আলোচনায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশ বিষয়ক পঞ্চাশটি গবেষণা পত্র নিয়ে আলোচনা হয়। আয়োজক কমিটির সম্পাদক, কাফগারি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু বলেন, "জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশকে কিভাবে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় তা নিয়েই আমাদের এই জাতীয় আলোচনাচক্র এবং পরিবেশ সমীক্ষা। সোমবার এই আলোচনাচক্র আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কোদপালে করব।"

পরিবেশ বাঁচাতে প্রস্তাব

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামবনি: জীব বৈচিত্র্য ও অরণ্যের ভারসাম্য রেখে স্থিতিশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকারকে ২৬ দফা খসড়া প্রস্তাব জমা দিল জামবনির কাপগাড়ি সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ। ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে জমা দেওয়া খসড়া-প্রস্তাবটি যৌথ ভাবে তৈরি করেছেন ভূগোলের বিভাগীয় প্রধান প্রণব সাহু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক শেখ মাফিজুল হক। প্রণববাবু জানান, ঝাড়গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করতেই পরিবেশ-বান্ধব পরিকল্পনা-প্রস্তাব রাজ্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

সেবাভারতী কলেজের ভূগোল বিভাগের উদ্যোগে এবং মেদিনীপুরের 'ট্রপিক্যাল ইনস্টিটিউট অব আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ' সংস্থার সহযোগিতায় গত মার্চে জাতীয়স্তরের আলোচনাসভা হয়েছে। সেখানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিবেশ ও পর্যটনের গবেষক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীরা যোগ দিয়েছিলেন। এসেছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারাও। তারপরই প্রস্তাব তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চিঙ্কিগড়ের কনক অরণ্য এলাকায় পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্প গড়ে স্থানীয়দের যুক্ত করা, বেলপাহাড়ির লালজল, বাঁশপাহাড়ি, ঘাঘরায় পরিবেশ বান্ধব রিসর্ট, রোপওয়ে, ওয়াচ টাওয়ার, পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, হস্তশিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র চালু, প্রকৃতির মাঝে আদিবাসী লোক সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের জন্য একাধিক ওপেন থিয়েটার তৈরি ইত্যাদি।

প্রস্তাবে আরও জানানো হয়েছে, বাবুই ঘাস, বাঁশ, বেত, শালপাতা, কেন্দুপাতার মতো জেলার বনজ সম্পদকে কাজে কুটির শিল্প গড়ে উঠলে দরিদ্র আদিবাসী-মূলবাসীদের রোজগারের বন্দোবস্ত হবে। কংসাবতী ও সুবর্ণরেখার ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না হলে কয়েক হেক্টর কৃষি জমি অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা করছেন গবেষকরা। পাশাপাশি হাতির চলাচলের রাস্তায় বনসৃজন ও যথেষ্ট সংখ্যক ওয়াচ টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দেওয়া। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আয়েষা রানি বলেন, "ঝাড়গ্রামের উন্নয়নের জন্য এমন প্রস্তাব স্বাগত। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।"